যুগান্তর

তারিখ 16 APR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বেতন ও সেশন চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ছাত্রীদের সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বেতন ও সেশন চার্জ বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রীরা আজিমপুর ও নিউমার্কেট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। এ সময় নীলক্ষেত মোড়, মিরপুর সড়কসহ আশপাশ এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সোয়া ২টা পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। এতে সোয়া ৪ ঘণ্টা নিউমার্কেট এলাকায় মিরপুর রোডের একাংশে যান চলাচল বন্ধ থাকে। একপর্যায়ে স্থানীয় সাংসদ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলে আন্দোলনরত ছাত্রীরা তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেন। তবে এ সময় তারা সাংবাদিকদের জানান, দাবি আদায়ে সোমবার সকালে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করবেন।

দুপুরের দিকে স্থানীয় সাংসদ ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি আন্দোলনরত ছাত্রীদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমাদের সব দাবি মেনে নেয়া হবে। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। পরে ছাত্রীরা শান্ত হন।

সকালে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রীরা তাদের পূর্বনির্ধারিত ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসেন। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লায়লা আরজুমান্দ বানুও শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে নিতে। এতে তিনি ব্যর্থ হন। এ সময় কলেজের তিন আবাসিক হোস্টেলের গেইট বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেক ছাত্রীর পরিচয়পত্র নিয়ে নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। আন্দোলন করলে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে ছাত্রীদের হুমকি দেয়া হয়।

সাংবাদিকরা তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রীরা কি দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে তা তিনি জানেন না। পরে বেলা বাড়তে থাকলে প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপও বাড়ে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রীরা অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। তাদের কোন ধরনের বেতন-ফি বাড়ানো হয়নি।

ছাত্রীরা জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর বেতন ও সেশন ফি ৫০৫ টাকা বেশি ধরা হয়েছে। কোন খাতে তা বাড়ানো হয়েছে বিষয়টিও তাদের কাছে স্পষ্ট করছে না। এছাড়া সরকারি ফি'র বাইরে বিভিন্ন খাতের নামে অতিরিক্ত ফি নেয়া হচ্ছে।

ছাত্রীদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা, ম্যাগাজিন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মিলাদ, কমনরুম এবং উন্নয়ন ফি বাবদ টাকা নেয়া হলেও গত ৪ বছরে এসবের কোন সুবিধাই তাদের দেয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। এর প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবহারিক নম্বর কম দেয়া এবং হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত।

এসব ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক লায়লা আরজুমান্দ বানু বলেন, ছাত্রীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।